তীব্র শীতের মধ্যে নতুন বই নিতে গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে হাজির হয় রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। তবে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের এ দিনে অনেকেই নতুন বই পাননি। ফলে নতুন বইয়ের আনন্দ যেমন ছিল, না পাওয়ার অভিমানও ছিল। কাগজ সংকটের ছাপ ছিল নতুন পাঠ্যবইয়ে। কাগজের মান নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন অনেক অভিভাবক।

advertisement

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, ‘কাগজের অভাবে সব প্রেস থেকে বই আসেনি। তবে এক মাসের মধ্যে সব শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই পৌঁছে দিতে পারব বলে আশা করছি।’

advertisement 4

প্রতিবছরের ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব করে সারাদেশে একযোগে শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে নতুন বই তুলে দেয় সরকার। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে গেল দুবছর বই উৎসব হয় সীমিত পরিসরে। এবার রাজধানীতে আড়ম্বর অনুষ্ঠান করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। গাজীপুরের কাপাসিয়া পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে কেন্দ্রীয়ভাবে মাধ্যমিক স্তরের উৎসব হয়। সারাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনে বই বিতরণ করা হয়। রাজধানীর মতো বিভিন্ন জেলা-উপজেলায়ও নতুন বই নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে নতুন বই নিতে আসে দক্ষিণ মুহসেন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাজিয়া ইসালম শায়না। সে জানায়, তাকে দ্বিতীয় শ্রেণির একটি বই দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির কোনো নতুন বই সে পায়নি। শিক্ষকরা বলেছেন, নতুন সব বই আসেনি। তবে সে ক্লাসের সব সহপাঠীর সঙ্গে উৎসবে এসেছে।

একই

স্কুলের আরেক শিক্ষার্থী উম্মে কুলসুম আভা বলেন, ‘নতুন বছরের বই পায়নি। কেন পাইনি, তাও জানি না। শিক্ষকরা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন, তাই এসেছি।’

দক্ষিণ মুহসেন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বিলকিস আক্তার বলেন, সব বই এখনো পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সব বই পাওয়া গেছে। প্রাক-প্রাথমিক, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির বই পাওয়া যায়নি। সে কারণে অনেক শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই দেওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, যেহেতু বই উৎসবে আনা হয়েছে, সে কারণে অন্য ক্লাসের একটি করে বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, রাজধানীর ৩৪টি স্কুলের প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে হাজির করা হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষক ও অভিভাবকরাও ছিলেন।

খিলগাঁও গালর্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেন, ‘দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর হাতে দেওয়া হয়েছে পঞ্চম শ্রেণির বই। নিম্নমানের কাগজে ছাপানো হয়েছে এবারের বই।’

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহমেদ বলেন, ‘৮০ শতাংশ বই সারাদেশে পাঠানো হয়েছে। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে বাকি বই পাঠানো হবে।’

নিম্নমানের বইয়ের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের নজরে এখনো এ ধরনের বিষয় আসেনি। এমন কাজ কেউ করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

আমাদের সময়ের সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, খালি হাতে বাড়ি ফিরেছে সুনামগঞ্জের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। এ দুই শ্রেণির কোনো নতুন বই সুনামগঞ্জে আসেনি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় জানিয়েছে, বইয়ের চাহিদা ছিল ২০ লাখ ১৮ হাজার ২৯৯টি। বই পাওয়া গেছে তিন লাখ ৯৫ হাজার ৭৭৬টি।

নাটোর প্রতিনিধি জানান, বছরের প্রথম দিনে নতুন বই পেয়ে আনন্দিত শিক্ষার্থীরা। তবে নতুন শ্রেণির সব পাঠ্যপুস্তক না পেয়ে আনন্দ কিছুটা ফিকে হয়েছে। নাটোর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী আপন হোসেন বলেন, সব বই পেলে আরও ভালো লাগত।

বাগাতিপাড়া (নাটোর) প্রতিনিধি জানান, এ উপজেলায় প্রায় ৬০ হাজার ৬৫০টি বইয়ের চাহিদা ছিল। এসেছে ১৯ হাজার ৮৫০টি। উপজেলার প্রথম শ্রেণির ২ হাজার ৬০০ ও দ্বিতীয় শ্রেণির ২ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী কোনো বই পায়নি।

রংপুর ব্যুরো জানায়, এ বছর রংপুর জেলায় প্রাথমিকে ৫ লাখ ৪৬ হাজার ৮৫০ জন শিক্ষার্থীকে ২ কোটি ৩০ লাখ ৭ হাজার ৪০০ পাঠ্যবই এবং মাধ্যমিকে ৪ লাখ ৬ হাজার ৫১৬ শিক্ষার্থীর হাতে ৫১ লাখ ৭০ হাজার ৯৮৮টি পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হবে।